তারিখ ...3 JUL 2013...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

অভিযোগের সমন্বিত তদন্তের উদ্যোগ দুদকের

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৬৫০ কোটি টাকা ভিসির পকেটে

তোহুর আহমেদ

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভিসির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ' কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। একটি দফে অভ্যন্তরীণ তদন্তের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টিবোর্ডও ভিসির বিরুদ্ধে ৬৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির তথ্য পেয়েছে। ট্রাস্টিবোর্ড গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছে, বিগত ১৬ বছর ধরে দায়িত্ব পালনকালে ভিসি আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেন। এ কাজে তাকে সহায়তা করেন তার স্ত্রী সালেহা সাদেক ও ছেলে জাফর সাদেক। তার ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া তরতাজা দুটি বিশাল রিপোর্ট দু'বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হলেও তা ফাইলবন্দি হয়ে পড়েছে। অজ্ঞাত কারণে এ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

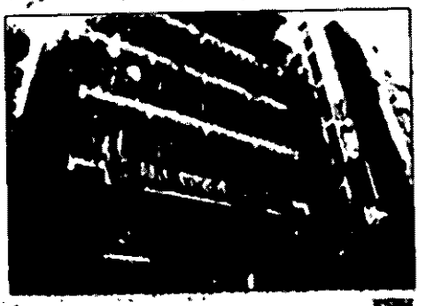

বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় কেনার পর আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ভিসির ভাড়া দেয়া বাড়ি — যুগান্তর

অর্থ আত্মসাতের এ ঘটনা ধরা পড়ার পর ট্রাস্টিবোর্ড ভিসিকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু অধ্যাপক সাদেক ট্রাস্টিবোর্ডের এ সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেই আরেকটি ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করেছেন। বহিষ্কারের পর বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজের দখলে রাখতে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সব কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব ও প্রশাসনিক শাখা তার ব্যক্তিগত বাসভবনে স্থানান্তর করেছেন। নির্বিঘ্নে কার্যক্রম চালাতে প্রহরায় বসিয়েছেন অর্ধশতাধিক সশস্ত্র আনসার। চ্যান্সেলর বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের মেয়াদ এক বছর আগে শেষ হয়ে গেলেও তিনি বহাল তবিয়তে নিজের মর্জিমতো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন, এ পর্যন্ত যে ক'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অন্যতম। এ কারণে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সার্বিক কার্যক্রম মন্ত্রণালয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে দুর্নীতির যে রিপোর্ট জমা হয়েছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। শিগগির ফল জানতে পারবেন। সচিবালয়ে মন্ত্রীর দফতরে বসে কথা বলার সময় তিনি এক পর্যায়ে যুগান্তর প্রতিবেদককে বলেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটি কোটি টাকার হিসাব নেই। এমনকি তারা এতটাই দুর্ধর্ষ যে, অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় শিক্ষামন্ত্রীকে মেরে ফেলতে ২০ কোটি টাকার ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

পকেটে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬